করোনায় আক্রান্ত হয়ে ব্র্যাক পরিচালকের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ব্র্যাকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির (এসডিপি) পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আফতাব উদ্দীন আহমদ মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর সিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

এ ব্যাপারে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আফতাব উদ্দীন আহমদ রাজধানীর সিএমএইচ হাসপাতালে ফুসফুসজনিত জটিলতা নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। চিকিৎসকরা জানান, তিনি কভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে ব্র্যাকে যোগদান করেন আফতাব উদ্দীন আহমদ। এর আগে তিনি সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রির (সিইবিএআই) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। বাংলাদেশ মিলিটারি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সে (ইএমই) দীর্ঘ ২৭ বছরের বেশি সময়ের সফল কর্মজীবনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আইকেইএ, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউরোপীয় কমিশন, সিটি ব্যাংক এনএসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন আফতাব উদ্দীন আহমদ।

তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি, আনুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্কার, এডুকেশন ওয়াচ ২০১৩ এবং করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতি তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।
এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

৫০ লাখ পরিবারকে ঈদ উপহার প্রধানমন্ত্রীর

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়া ৫০ লাখ গরিব ও দুস্থ পরিবারকে ঈদ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতি পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা ঈদের আগেই দেয়া হবে।বৃহস্পতিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিং/অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্বলিত বোতাম টিপে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন।

বিকাশ, রকেট, নগদ ও সিওর ক্যাশের মত মোবাইল আর্থিক সেবার

মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে সাড়ে ১২শ’ কোটি টাকার তহবিল বিতরণ করা হবে। প্রতি পরিবারে ধরা হয়েছে চার জন সদস্য, সেই হিসাবে এই নগদ সহায়তায় উপকার ভোগী হবে দুই কোটি মানুষ। প্রতিদিন ১০ লাখ মানুষ নগদ সহায়তা পাবেন এবং পুরো তহবিল ১৪ থেকে ১৮ মে’র মধ্যে বিতরণ করা হবে।

সারাদেশে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, সদস্য, শিক্ষক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এই সহায়তাপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরি করেন।

তালিকাভুক্তদের মধ্যে নগদ, বিকাশ, রকেট, এবং শিউরক্যাশ এর মাধ্যমে সরাসরি চলে যাবে এই টাকা, ফলে বাড়তি কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না তাদের। টাকা পাঠানোর খরচ সরকার বহন করবে। এই টাকা উত্তোলন করতে ভাতাভোগীদের কোনো খরচ দিতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী এই কার্যক্রম উদ্বোধন করে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অসহায়দের সহযোগিতায় আরও বেশি করে এগিয়ে আসুন। তিনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আবারও আহ্বান জানান, নিজ নিজ এলাকার অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে এবং ধান কাটায় অংশ নিয়ে কৃষকদের কষ্ট লাঘব করতে। সব ধরনের পতিত জমিতে যেকোনো ধরনের ফসল ফলানোর উদ্যোগ নিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, কোনো মানুষ যেন না খেয়ে কষ্ট না পায়। সরকার সেই চেষ্টা করছে। আপনারা মনোবল শক্ত করে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবেন। সূত্র-যুগান্তর

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১০৪১

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৪ জনের মৃত্যু, নতুন করে আরও ১০৪১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

৩০ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে চলমান সাধারণ ছুটি আরেক দফা বাড়ানো হয়েছে। ১৭ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সপ্তম দফায় ছুটি বাড়িয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে। এই ছুটির মধ্যে শবে কদর ও ঈদের ছুটিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কারোনাভাইরাস বিস্তার রোধে সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ১৬ মে’র পর শর্তসাপেক্ষে ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৭ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি থাকবে। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা মোকাবেলায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের কৃতিত্ব

প্রতিদিনিই রেকর্ড ছাড়াচ্ছে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা দেশে। করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন, ডাক্তার ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছে পুলিশ। এ পর্যন্ত ৭ জন পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে মৃত্যু বরণ করেণ। সেই সাথে ১৭৫৬ জন পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। যাদের বেশির

ভাগই কনস্টেবল।

গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরে করোনা আতঙ্ক শুরু হয় এবং অঘোষিত লক ডাউন করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলেও ১০ মে থেকে সীমিত আকারে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়। করোনা ক্রান্তিকালের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

কখনো মাইক হাতে লোকজনকে সচেতন করা, কখনো লিফলেট হাতে , কখনো লাঠি হাতে, আবার কখনো খাদ্য সামগ্রী বিতরণে। প্রায় সব খানেই পুলিশের উপস্থিতি ব্যাপক। করোনা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি মাঠে থাকছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। তবে এখনো পর্যন্ত মেহেরপুরে দায়িত্বরত কোন পুলিশ সদস্যের করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে ৭জন। এদেও মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নির্দেশে করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানার পুলিশ সদস্যরা প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে। করোনা মোকাবেলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ সুপার নিজেই। আজ বুধবার মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও প্রধান সড়কে জন সচেতনাই লিফলেট বিতরণ করেণ তিনি।

এছাড়াও করেনা মোকাবেলাই বেশ কৃতিত্বের সাথে কাজ করছে জেলা গোয়েন্দা বিভাগ ও ট্রাফিক বিভাগ। চলাচলে নিয়ন্ত্রন ও জনসগাম রোধে ব্যাপক প্রশংসীত।

বুধবার লিফলেট বিতরণ কালে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই আমরা প্রতিরোধের জন্য কাজ করছি। সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত ও জনগনকে ঘরে ফেরাতে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দোকানপাট গুলো ও শপিংমল গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে জেলা পুলিশের সদস্যরা। এছাড়াও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলামান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৬৯ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১৬২ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ১৭ হাজার ৮২২ জন।

এছাড়া নতুন করে ২১৪ জনসহ মোট ৩ হাজার ৬১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

বুধবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

কুয়েত থেকে ফিরেছেন ৩ শতাধিক প্রবাসী কর্মী

কুয়েত থেকে দেশে ফিরেছেন তিন শতাধিক বাংলাদেশী প্রবাসী কর্মী। গতকাল মঙ্গলবার সাড়ে ছয়টায় ১২০ জন এবং অন্য আরেকটি ফ্লাইটে ১৮০ জন কর্মী বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন।

কুয়েত ফেরত ৩০০ জন কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডমোট থেকে জরুরি সহায়তা

হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে প্রবাসী কর্মীদের হাতে এই জরুরি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

কুয়েত ফেরত কর্মীরা বলেন, কুয়েত সরকারের সাধারণ ক্ষমার অধীনে তারা গত ১১ মে দেশে ফেরার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন আর তখন থেকেই কর্মীরা ক্যাম্পে অবস্থান করেন।

কর্মীরা কুয়েত সরকার কতৃক পরিক্ষা করা করোনা (Covid-19) নেগেটিভ সাটিফিকেট নিয়ে দেশে ফেরেন। এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্মীদের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করে হোম কোয়ারেন্টিনের নির্দেশ দিয়ে নিজ নিজ বাড়ির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়ে। আজও দু’টি বিশেষ ফ্লাইটে ফিরবেন ৩৪০ বাংলাদেশি বলে জানা যায়।

গত এপ্রিল মাসে কুয়েতে থাকা অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করে দেশটির সরকার।

ওই সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে প্রায় ৫ হাজার অবৈধ অভিবাসী বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছে। এরপর ১৬, ১৭, ২১ ও ২২ মে কুয়েত এয়ারওয়েজ ও আল জাজিরার আরো যাত্রীদের ফেরার কথা রয়েছে। সাধারণ ক্ষমায় নিবন্ধনকৃত প্রবাসীদের বিমান টিকেট ও থাকা খাওয়া কুয়েত সরকার বহন করছে। এই সব প্রবাসী পুনরায় নতুন ভিসায় কুয়েতে যেতে পারবে। সূত্র-যুগান্তর

আনসার বাহিনীর উপমহাপরিচালকসহ শতাধিক করোনায় আক্রান্ত

আনসার বাহিনীর উপমহাপরিচালকসহ শতাধিক সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক কাজী শরীফ কায়কোবাদ মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, এছাড়া অন্যান্য স্থানে দায়িত্ব পলনকালে আনসার ও

গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক উপমহাপরিচালকসহ আরও ১০৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন একজন। তার নাম আব্দুল মজিদ। আইডি নং-১৩১৮৯ (বগুড়া)। তিনি অঙ্গীভূত হয়ে ভাটারা থানায় কর্মরত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার তিনি মারা যান।

আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক কাজী শরীফ কায়কোবাদ আরও জানান, আক্রান্তদের মধ্যে বাহিনীর উপ-মহাপরিচালক একজন, ৬৪ জন ব্যাটালিয়ন আনসার, ৯৪ জন অঙ্গীভূত আনসার, একজন মহিলা আনসার ও একজন নার্সিং সহকারী রয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, সাজেদা মেডিকেল ও রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বাহিনীর ১৫০ জন সদস্য চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন সুস্থ হয়েছেন।

এদিকে জাতীয় সংসদ ভবনে নিরপত্তার দায়িত্ব নিয়োজিত ৫৮ জন আনসার সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার তাদের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। সুত্র-যুগান্তর